দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... OCT 23 1999 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 8

258

অধ্যাপক বহিষ্কারকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম প্রযুক্তি ভার্সিটিতে অচলাবস্থা ॥ শিক্ষকদের গণপদত্যাগ

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ॥ চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইউএসটিসি) একজন সিনিয়র অধ্যাপকের বহিষ্কার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রম ও বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। শিক্ষক ধর্মঘটের কারণে হাসপাতালে রোগী মারা যাবার অভিযোগ উঠেছে। টানা ধর্মঘটের ১৭ দিন অতিবাহিত হবার পরও কোন সমাধান না আসার কারণে ৩৩০ বিদেশী ছাত্রছাত্রীসহ দেড় সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়ার ভবিষ্যত অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। কিছু বিদেশী ছাত্রছাত্রী ইতোমধ্যে নিজ দেশে চলে গেছে। অনেক ছাত্রছাত্রীকে উদ্বিগ্ন দেখা যাচ্ছে। ইন্টার্নি ডাক্তাররা শনিবার থেকে অনশন ধর্মঘটে যাচ্ছে।

এ দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭০ শিক্ষক ৫ দফা দাবি আদায় না হলে কাজে যোগ দেবেন না বলে জানিয়েছেন। তাঁরা তাদের গণপদত্যাগপত্র বিএমএ চট্টগ্রাম শাখার সভাপতির কাছে জমা দিয়েছেন। কর্তৃপক্ষ দাবি আদায়ে উদ্যোগ না নিলে শিক্ষকরা এই পদত্যাগপত্র রাষ্ট্রপতির বরাবরে পেশ করবেন বলে জানান। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট এক বিজ্ঞপ্তিতে আজ শনিবারের মধ্যে ধর্মঘটী শিক্ষকদের কাজে যোগদান করার শেষ সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে।

সূত্র মতে, ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউএসটিসিতে প্রতি বছর কোন না কোন ধর্মঘট, কর্মসূচী লেগেই আছে। সংশ্লিষ্ট বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতালকে কেন্দ্র করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ৭ মাস ধর্মঘট হয়েছে। গত ৭ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৪ বার ধর্মঘটসহ নানা অচলাবস্থার মুখোমুখি হয়েছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের এক সভায় সার্জারি, অর্থোপেডিক এবং এ্যানাটমি বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ ইমামউদ্দিনকে বহিষ্কার করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকরা প্রতিবাদ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। গত ৫ অক্টোবর হতে চাকরিচ্যুত ডাঃ ইমামউদ্দিনের সাথে সাথে মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ মামুনুর রশিদ সফদারকে অপসারণ করা হলে শিক্ষকরা আন্দোলনে নামে। বিনা শর্তে ডাঃ ইমামউদ্দিনের অব্যাহতি আদেশ প্রত্যাহার, শিক্ষক ও ডাক্তারদের হয়রানি বন্ধ করা, গৃহীত সার্ভিস রুলের পূর্ণ বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ, কর্তৃপক্ষের অঙ্গীকারকৃত শিক্ষক-কর্মচারীদের পে-স্কেল প্রণয়ন ও প্রয়োগ এবং শিক্ষক-ডাক্তারদের নিয়মিতকরণ নিশ্চিত করা শীর্ষক ৫ দফা দাবি নিয়ে ইউএসটিসি শিক্ষকরা ধর্মঘটে যায়। দাবি আদায়ের জন্য গঠন করা হয় সংগ্রাম কমিটি।

গত ১৭ অক্টোবর ইউএসটিসি'র প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলাম এক জরুরী সভায় ডাঃ ইমামউদ্দিনের পুনর্বহালের দাবি নাকচ করে দিয়ে ২৩ অক্টোবরের মধ্যে ধর্মঘটী শিক্ষকদের কাজে যোগদানের আলটিমেটাম দিলে আন্দোলন চরমে উঠে। বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন সৃষ্ট অচলাবস্থা নিরসনে এ গিয়ে আসলেও কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ৭০ শিক্ষক সাদা কাগজে সই করা এক পদত্যাগপত্র বিএমএ প্রেসিডেন্ট-এর কাছে জমা দেন।

এদিকে চাকরিচ্যুত অধ্যাপক ডাঃ ইমামউদ্দিনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ইউএসটিসি'র শিক্ষকরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাকে শিক্ষক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র শিক্ষক হিসাবে ইউএসটিসি প্রেসিডেন্টের কাছে একটি সার্ভিস রুল করার অনুরোধ জানালে তিনি নাখোশ হন। একটি নিয়মনীতির অভাবের কারণে এই অচলাবস্থা হচ্ছে বলে তিনি জানান। তিনি আরও বলেন, ইউএসটিসি'র-প্রেসিডেন্ট না আসলে বা অসুস্থ হলে বেতন দেয়ারও কোন নিয়মকানুন প্রচলিত নেই। কোন প্রকার অভিযোগ ছাড়াই তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সূত্র মতে, ইউএসটিসি'র প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ নূরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে এটি রাজনীতিমুক্ত রাখার দৃঢ় প্রত্যয়ে ছিলেন। কিন্তু পরবর্তিতে এই বিশ্ববিদ্যালয় ঘিরে শিক্ষক ও ছাত্রদের একাধিক সংগঠন দাঁড়িয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়টি ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের একজন কর্মকর্তা মন্তব্য করেন।